সংবাদ

তারিখ ... 16 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা

▸▸ অশান্ত কলেজ-পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও
▸▸ আন্দোলনে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মচারীরা

আলী আজম/আবুল কালাম সোহাগ

সারাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা বিরাজ করছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীও কর্মচারীদের নানা দাবির মুখে উত্তপ্ত হচ্ছে ক্যাম্পাস। ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ৩৫টি কলেজ ও ৮টি পলিটেকনিক কলেজেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যৌথভাবে আন্দোলনে নেমেছেন। বাংলাদেশ প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি), পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি), ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট), পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি), খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (খুবিপ্রবি), হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি), ঢাকা পলিটেকনিকেল কলেজসহ সারাদেশের এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে আন্দোলনের কারণে অচলাবস্থা বিরাজ করে।এর ফলে ভেঙে পড়ছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। আন্দোলনকারীরা ভিসি, প্রো-ভিসি, অধ্যক্ষের পদত্যাগসহ ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে উত্তপ্ত করে রেখেছে ক্যাম্পাস।

বাংলাদেশ প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) বর্তমানে চরম অস্থিরতায় সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের প্রতি দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও উপাচার্যের একক সিদ্ধান্তে হঠাৎ ৪৪ দিনে ছুটি ঘোষণার পর উপাচার্যের নিয়োগের পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ-পদোন্নতিতে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও ক্যাম্পাসে রাজনীতির উত্থান ঘটানোর অভিযোগ এনে পদত্যাগের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন

পাবলিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

পাবলিক : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে আসেন শিক্ষকরা। কিন্তু সর্বশেষ এ আন্দোলনে ছাত্রদের একটি অংশ যোগ দেয়ার পর ক্যাম্পাসে সহিংসতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় ক্যাম্পাস বন্ধের ঘোষণা দিলে আরও ক্ষোভ তৈরি হয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে। ফলে শিক্ষকদের সঙ্গে বৃহৎ আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীদের বিরাট অংশ। আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। য বুয়েটের ইতিহাসে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রথম আন্দোলন এটি। শুরুতে এ আন্দোলনটি শুধু শিক্ষকদের মাঝে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণ হিসেবে উপাচার্যের একক সিদ্ধান্তে হঠাৎ গ্রীষ্মকালীন ও ঈদের ৪৪ দিন ছুটি ঘোষণাকেই বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে বিরাজ করছে আরও নানা ক্ষোভ। যেমন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার আগেই ফলাফল প্রকাশে ব্যর্থ হওয়া, সর্বশেষ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু করতে দু'মাস বিলম্ব করা, ছাত্রলীগের রাজনীতির উত্থান ঘটানো। এমনকি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের আধিপত্য বিস্তার থেকে বুয়েট ক্যাম্পাসকে মুক্ত করতে শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে নামার কারণ। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের ১০ম ব্যাচের এক শিক্ষার্থী জানান, 'উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আমরা হঠাৎ করে এ আন্দোলনে নেমেছি এমন নয়। মূলত তাদের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির ফলে আমাদের শিক্ষার্থীদের মাঝে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ বিরাজ করছিল। এসব ন্যায্য দাবিতে শিক্ষকরা আন্দোলন করে আসছিলেন। আগেও এতে আমরা যুক্ত হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শিক্ষকরা আমাদের পড়াশোনার ক্ষতি হবে বিবেচনা করে তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে দেননি। এরপর উপাচার্য একক ক্ষমতাবলে যখন হঠাৎ অন্যায়ভাবে দীর্ঘদিনের ছুটি ঘোষণা দেন, তখন আমাদের আরও ক্ষোভ তৈরি হয় এবং এ আন্দোলনে জড়িত হই। কারণ আমরা কেউ চাই না উপাচার্যের একক ভুল সিদ্ধান্তে আমরা সেশন জটের শিকার হয়ে মূল্যবান শিক্ষাজীবনকে নষ্ট করি।' কেমিকৌশল বিভাগের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, 'উপাচার্য নজরুল ইসলাম নিয়োগের পর থেকে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ব্যাপক আধিপত্য বিস্তার হয়েছে। সর্বশেষ গত কয়েক মাস আগে ছাত্রলীগের নেতারা কয়েক ছাত্রকে মারধর করলে আমরা কঠোর অবস্থান নেই তাদের বিচারের দাবিতে। পরে তাদের তিনজনকে বহিষ্কারের জন্য সিন্ডিকেটে সিদ্ধান্ত হলেও পুরোপুরিভাবে তা, কার্যকর করেননি। এদিকে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও একটি বিরাট অংশ উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছেন। এর কারণ জানতে চাইলে দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম করে জুনিয়রদের পদোন্নতি দেয়ার অভিযোগ আসে তাদের কাছ থেকেও। উপাচার্য শুধু উপ-উপাচার্যপদকেই কৃতাপেক্ষ নিয়োগ দেননি। একইভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি করে নিয়োগ-পদোন্নতি দিয়ে আসছেন। এসব কারণে কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছিল দীর্ঘদিন। যার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বুয়েট এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন, টেকনিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশন এ আন্দোলনে যোগ দেয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা সংবাদ'কে বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে কাজ করে আসছি। কিন্তু যারা আমাদের পরে নিয়োগ পেয়েছে, তাদের তিনি (উপাচার্য) পদোন্নতি দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতি করে আসছেন সেগুলোকে আমরা সাপোর্ট দিতে পারি না। তাই আমরা এ আন্দোলনে নেমেছি।' তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এমন সব অভিযোগকে বরাবর-ই অস্বীকার আসেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএম নজরুল ইসলাম। পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে বুয়েটের শিক্ষক সমিতি এর আগে ৭ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিলে সমিতি আন্দোলন এক মাসের জন্য স্থগিত করেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের দাবি পূরণ না হওয়ায় এবং তাদের কাছ থেকে সময় চেয়ে সমস্যা সমাধানের নামে প্রহসন করায় আরও ক্ষুব্ধ হন শিক্ষকরা। ফলে ৭ জুলাই থেকে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করছিলেন শিক্ষকরা। পরে তারা ১৪ জুলাই থেকে পূর্ণ কর্মবিরতির কর্মসূচির হুমকি দিলে ১১ জুলাই থেকে ছুটি ঘোষণা করেন উপাচার্য।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি)

আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সানাউল্লাহ ফাহী জানান, দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত চলছে এক অস্থির পরিস্থিতি। ৮ জানুয়ারি ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দলে গুরুতর আহত হয় ছাত্রলীগ কর্মী জুবায়ের। ৯ জানুয়ারি চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এরপর থেকে সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ফুঁসে ওঠে সাধারণ শিক্ষক শিক্ষার্থীরা। সে আন্দোলন চলে মাসখানেক। এতে স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কার্যক্রম। ১০ মার্চ গণিত বিভাগের একজন বিতর্কিত শিক্ষক নিয়োগের ভিত্তিতে আন্দোলনের গতিকে দেয় ভিন্নরূপ। তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির তাদের কথায় কোন কর্ণপাত না করলে তারা ভিসি পতনের এক দফা দাবিতে যায়। শিক্ষকদের আন্দোলন চলাকালে ২৫ এপ্রিল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে ঘটে এক ন্যাক্কারজনক ঘটনার। বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে চলে আসছিল কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষকের মনোমালিন্য। এরই ধারাবাহিকতায় সেই দিন তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। পরে একে কেন্দ্র করে বিভাগীয় চেয়ারম্যান বিভাগের ৭ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করলে ২৬ এপ্রিল রাত ১টার দিকে ২ জন শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ক্যাম্পাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি ক্যাম্পাসবাসী। পরে ওইদিন রাত আড়াইটা থেকে উপাচার্যকে তার বাসভবনে অবরুদ্ধ করে রাখে শিক্ষক সমাজ। বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি সাধারণ শিক্ষক শিক্ষার্থীরা। ২৮ এপ্রিল তৎকালীন প্রশাসনের মদত অনুসারে সাংস্কৃতিক জোটের কর্মীদের ওপর বর্বরোচিত হামলায় চালায় ভিসিলীগ নামে পরিচিত সন্ত্রাসীরা। উপাচার্যের পদত্যাগের একদফা দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'শিক্ষক শিক্ষার্থী সংহতি মঞ্চ'। তারা ঘোষণা করে আমরণ অনশনের। পরে তাদের আন্দোলনের তোপে ১৭ মে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির। নতুন উপাচার্য হিসেবে মনোনয়ন পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউকে প্রশাসনিক শীর্ষে অবস্থানকে কেউই ভালোভাবে মেনে না নিলেও সরকারের প্রতি সম্মানবোধের জায়গা থেকে সবাই তাকে স্বাগত জানায়। ২০ মে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যা যা করা দরকার তা সবাইকে নিয়ে করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তবে তিনি তার প্রতিশ্রুতির কিছুই বাস্তবায়ন করেছেন না বলে দাবি করছেন ক্যাম্পাসের শীর্ষ পর্যায়ের অনেক শিক্ষক। সাংস্কৃতিক জোটের কর্মীদের ওপর যে বর্বরোচিত হামলা হয়েছে তার ২ মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোন তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেনি এ প্রশাসন। অথচ সেই চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা এখনও ক্যাম্পাস দাবড়ে বেড়াচ্ছে। বর্তমান প্রশাসন আসার পরও তারা একাধিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করেছে। তাদের আঘাতে ৭ জুলাই গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে পাবলিক বিভাগের শিক্ষার্থী অনিক। অথচ এর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সাবেক উপাচার্যের লোক জন দিয়ে। যা বর্তমান উপাচার্যকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব নেয়ার পরই জাকসু নির্বাচনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সব স্তরের নির্বাচন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ১ জুলাই ছিল ডিন সিন্ডিকেট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দিন। তবে তিনি সে দিন সেগুলোর তারিখ ঘোষণা না দিয়ে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের দিন ২০ জুলাই ধার্য করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৭ জুলাই আওয়ামী পন্থি ২টি গ্রুপ, জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের গ্রুপ ও বামপন্থি শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত হয় সম্মিলিত শিক্ষক পরিষদ। তারা উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের আগে মেয়াদোত্তীর্ণ ডিন সিন্ডিকেট সিনেট ও জাকসু নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি)

আমাদের পটুয়াখালী প্রতিনিধি নিখিল চ্যাটার্জি জানান, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) সাধারণ ছাত্ররা সম্প্রতি ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনকে দুর্নীতিবাজ আখ্যায়িত করে তার অপসারণের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসহ সব ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরে পটুয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে শান্ত হলেও গত চারদিন ধরে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর (ভিসি) দেশে ফিরলে সাধারণ ছাত্ররা ফের আন্দোলনে যাবে বলে সাধারণ ছাত্রদের সূত্রে জানা গেছে। সূত্র জানায়, পবিপ্রবির বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন ২০০৮ সালের শেষের দিকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারিত ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুমের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব মো. মমতাজুল করিমের (পরবর্তীতে ওএসডি) মাধ্যমে পবিপ্রবির ভিসি পদে নিয়োগ লাভ করেন। পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ভিসি প্রফেসর ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন রাতারাতি আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধা বনে যান এবং ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে পাইকারি হারে পবিপ্রবির বিভিন্ন বিভাগে, অনুষদে, প্রশাসনিক পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিতে থাকেন। এমনকি সরকারের নিষেধ অমান্য করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। সরকার ২০০৯ সালে এক চিঠির মাধ্যমে ২০০১-২০০৯ সালের জুন পর্যন্ত অবৈধ, আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত অনিয়ম উদঘাটনের জন্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এমপিকে আহ্বায়ক এবং ভিসি প্রফেসর ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনকে সদস্য সচিব করে একটি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কিন্তু পেছনের দড়ির টানে ভিসি প্রফেসর ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন তদন্ত কমিটির কাছে কোন ধরনের কাগজপত্র উপস্থাপন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখায় ওই তদন্ত কমিটি আঁতুড় ঘরেই মুখ থুবড়ে পরে।

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট)

আমাদের গাজীপুর প্রতিনিধি মুকুল কুমার মল্লিক জানান, মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর টানা ১৭ দিন ধরে উপাচার্যহীন গাজীপুরের ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট) অচলাবস্থা চলছে। বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় প্রধানরা মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসি আহূত সভায় অংশ নিচ্ছেন না। চলতি মাস থেকে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা কীভাবে হবে তা কেউ জানেন না। ডুয়েটের শিক্ষকদের মধ্য থেকে সরকারের পছন্দমতো কাউকে ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ দিতে হবে। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়োগ দেয়া হলে ভিসিকে ক্যাম্পাসে স্বাগত জানানো হবে না। রোববার ডুয়েট মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মো. কামরুজ্জামান লিখিত বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অন্যথায় বুয়েটের ঢেউ লাগতে পারে ডুয়েটেও। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, প্রফেসর ড. গণেশ চন্দ্র সাহা, প্রফেসর ড. মো. নজরুল ইসলাম, প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রফেসর আবু নাঈম শেখ প্রমুখ। চার বছর মেয়াদের জন্য নিয়োগ পাওয়া ভিসি বুয়েটের শিক্ষক ড. মোহাম্মদ সবদর আলীর মেয়াদ ২৮ জুন শেষ হয়। ক্যাম্পাসে এলেও অর্থ সংশ্লিষ্ট কোন ফাইলে তিনি অনুমোদন দিতে পারছেন না। অন্যদিকে প্রায় দেড় মাস ধরে ডুয়েট শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস সম্প্রসারণের দাবিতে ক্লাস বর্জন করে আন্দোলনে রয়েছে। এসব মিলিয়ে ডুয়েটে শিক্ষা এবং প্রশাসনিক অচলাবস্থা চলছে। এ ব্যাপারে ড. মোহাম্মদ সবদর আলী বলেন, চ্যান্সেলর নতুন ভিসি নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত দায়িত্ব হস্তান্তরের সুযোগ নেই। কারণ এখানে প্রো-ভিসির পদ শূন্য। চ্যান্সেলরের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার কোন সুযোগ নেই।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি)

আমাদের সিলেট প্রতিনিধি নাসির উদ্দিন জানান, লেজুড়ভিত্তিক ছাত্ররাজনীতির কারণে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) সহিংসতা বিরাজ করছে। ৫ বছরে এক দিনের জন্য কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় বন্ধ না থাকার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তবে সম্প্রতি দেশবাসীর স্বপ্নে চিড় ধরে প্রতিষ্ঠার ২২তম বর্ষে এসে সেশনজটমুক্ত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অশান্তির পথে যাত্রা শুরু করে। বারবার আন্দোলনের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ায় দীর্ঘ ৩১ মাসের সেশনজটের কবল থেকে মুক্ত শাবিপ্রবির ১০ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সরকারদলীয় প্রশাসন ও কিছু শিক্ষকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্ধনের মুখে শাবিপ্রবিতে ফের অশনিসংকেত দেখা দিয়েছে। ভিসিবিরোধী শিক্ষকরা ব্যাপক সক্রিয় থাকায় কোণঠাসা ভিসি নিজেই। অপরদিকে ভিসি তার পদ টিকিয়ে রাখতে সরকারের অ্যাজেন্ডাই বাস্তবায়ন করছেন মাত্র। আর উভয়েই ছায়া ভ্যানগার্ড হিসেবে ব্যবহার করছেন ছাত্রলীগকে। আর সে ধারায় বিরোধীদলীয় শিক্ষকরা ব্যবহার করছেন তাদের ছাত্র সংগঠনগুলো। এদিকে দিনাজপুরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) মেধাবী ছাত্র ও ছাত্রলীগের সহসভাপতি ফাহিম মাহফুজ বিপুল ৯ জুন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক বরখাস্তকৃত কর্মচারী মৃণাল গোস্বামীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এ ঘটনার পরপরই ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে ফাহিমের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে আন্দোলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্যায়, অনিয়ম, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। বেশিরভাগ ক্যাম্পাসে সরকারদলীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাচারিতা বেড়ে যাওয়ায় এসব আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।